দামোদর উপত্যকা নিগম আইন, ১৯৪৮

১৯৪৮-এর ১৪ নং আইন

১লা জুন, ১৯৮৮ তারিখে যথা বিদ্যমান]

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশসমূহে দামোদর উপত্যকার উন্নয়নের জন্য একটি নিগমের প্রতিষ্ঠা ও প্রনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকরণার্থ আইন।

[২৭শে মার্চ, ১৯৪৮]

যেহেতু বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশসমূহে দামোদর উপত্যকার উন্নয়নের জন্য একটি নিগমের প্রতিষ্ঠা ও প্রনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা সঙ্গত ;

এবং যেহেতু ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর ১০৩ ধারা অনুসারে উক্ত প্রদেশসমূহের প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীর সকল কক্ষের দ্বারা এই মর্মে সংকল্পসমূহ গৃহীত হইয়াছে যে এই আইনে ব্যবস্থিত কতিপয় বিষয় যাহা প্রাদেশিক বিধানিক সূচীতে প্রগণিত আছে তাহা ডোমিনিয়ন বিধানমণ্ডলীর আইন দ্বারা ঐ প্রদেশসমূহে প্রনিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত ;

অতএব, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

ভাগ I

উপক্রমণী

১। (১) এই আইন দামোদর উপত্যকা নিগম আইন, ১৯৪৮ নামে অভিহিত হইবে। সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।

(২) ইহা বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসমূহে প্রসারিত হইবে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এতৎপক্ষে যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

২। এই আইনে, বিষয়ে বা প্রসঙ্গে বিরুদ্ধার্থক কোন কিছু না থাকিলে,— অর্থপ্রকটন।

(১) "নিগম" বলিতে দামোদর উপত্যকা নিগম বুঝাইবে ;

(২) "দামোদর উপত্যকা" দামোদর নদীর ও উহার উপনদীসমূহের অববাহিকাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(৩) "সদস্য" বলিতে নিগমের কোন সদস্যকে বুঝাইবে এবং উহা সভাপতিকে অন্তর্ভাবিত করিবে ;

(৪) "অংশ গ্রহণকারী সরকারসমূহ" বলিতে কেন্দ্রীয় সরকার, বিহারের রাজ্যসরকার ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসরকার বুঝাইবে ;

(৫) "বিহিত" বলিতে ৫৯ ধারা অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝাইবে ;

(৬) "রাজ্যসরকার" বলিতে বিহারের সরকার বা, স্থলবিশেষে, পশ্চিমবঙ্গের সরকার বুঝাইবে এবং "রাজ্যসরকারসমূহ" বলিতে বিহারের ও পশ্চিমবঙ্গের সরকারসমূহ বুঝাইবে ;

(৭) "প্রনিয়মসমূহ" বলিতে ৬০ ধারা অনুযায়ী নিগম কর্তৃক প্রণীত প্রনিয়মসমূহ বুঝাইবে।

ভাগ II

নিগমের প্রতিষ্ঠা

৩। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এতৎপক্ষে যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন সেই তারিখ হইতে কার্যকারিতা সহ দামোদর উপত্যকা নিগম নামে একটি নিগম প্রতিষ্ঠিত হইবে। নিগমবন্ধন।

(২) উক্ত নিগম এরূপ একটি নিগমিত সংস্থা হইবেন যাঁহার নিরবচ্ছিন্ন উত্তরানুক্রম থাকিবে ও যাঁহার একটি সাধারণ শীলমোহর থাকিবে এবং যিনি উক্ত নামে মোকদ্দমা আনয়ন করিবেন ও যাঁহার বিরুদ্ধে উক্ত নামে মোকদ্দমা আনীত হইবে।

নিগমের গঠন।

৪। (১) ঐ নিগম রাজ্যসরকারসমূহের সহিত পরামর্শের পর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন সভাপতি ও অন্য দুইজন সদস্য লইয়া গঠিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি, নিগমের সদস্যরূপে নিযুক্ত হইবার বা থাকিয়া যাইবার পক্ষে অযোগ্য হইবেন—

(ক) যদি তিনি সংসদের বা কোন রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সদস্য হন; অথবা

(খ) যদি তিনি নিগমের সহিত সম্পাদিত কোন বিদ্যমান সংবিদার বা নিগমের জন্য কৃত হইতেছে এরূপ কোন কর্মে কোন নিগমিত সংস্থার (কোন ডিরেক্টর ভিন্ন) একজন শেয়ারধারী রূপে ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে স্বার্থযুক্ত থাকেন, তবে যেক্ষেত্রে তিনি একজন শেয়ারধারী সেক্ষেত্রে তিনি ঐরূপ কোম্পানিতে তৎকর্তৃক ধৃত শেয়ারসমূহের প্রকৃতি ও প্রসার সরকারের নিকট প্রকাশ করিবেন।

(৩) নিগমের কোন কার্য বা কার্যবাহ অসিদ্ধ হইবে না কেবল এই কারণেই যে উহার সদস্যগণের মধ্যে কোন পদ শূন্য রহিয়াছে বা উহার কোন সদস্যের নিয়োগে কোন ত্রুটি রহিয়াছে।

সদস্যগণের চাকরির শর্তসমূহ।

৫। (১) * * * * *

(২) সদস্যগণের পারিশ্রমিক ও চাকুরির অন্যান্য শর্ত যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ হইবে।

আধিকারিক ও কর্মচারিগণের নিয়োগ।

৬। (১) নিগমের সচিব ও বিত্তীয় উপদেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) সচিব নিগমের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক হইবেন।

(৩) নিগম, তদীয় কৃত্যসমূহ দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিবার জন্য যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, সেরূপ আধিকারিক ও কর্মচারিগণকে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

আধিকারিক ও কর্মচারিগণের চাকরির শর্তসমূহ।

৭। নিগমের আধিকারিক ও কর্মচারিগণের বেতন ও চাকুরির অন্যান্য শর্ত—

(ক) সচিব ও বিত্তীয় উপদেষ্টার ক্ষেত্রে, যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ হইবে; এবং

(খ) অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারীর ক্ষেত্রে, প্রনিয়ম-সমূহ দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইতে পারে সেরূপ হইবে।

বিত্তীয় উপদেষ্টার কৃত্য ও কর্তব্য।

৮। বিত্তীয় উপদেষ্টার কৃত্যসমূহ ও কর্তব্যসমূহ যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ হইবে।

সকল আধিকারিক ও কর্মচারীর সাধারণ অযোগ্যতা।

৯। এরূপ কোন ব্যক্তি নিগমের একজন আধিকারিক বা কর্মচারী হইবেন না বা থাকিবেন না, যাঁহার, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে, তাঁহার নিজের পক্ষে বা তাঁহার অংশীদার বা অভিকর্তার পক্ষে, নিগম দ্বারা বা তৎপক্ষে কৃত কোন সংবিদায়, অথবা নিগমের অধীনে বা দ্বারা বা পক্ষে কৃত কোন নিয়োজনে উহার কোন আধিকারিক বা কর্মচারীরূপে ভিন্ন অন্যথা, কোন অংশ বা স্বার্থ থাকে।

১০। নিগমের কৃত্যসমূহের দক্ষতার সহিত সম্পাদন নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে এবং বিশেষতঃ, ঐ কৃত্যসমূহ যাহাতে বিশেষ স্থানীয় ক্ষেত্রসমূহের অবস্থা ও প্রয়োজনসমূহের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখিয়া সাধিত হয় তাহা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, নিগম ৫৯ ধারা অনুযায়ী প্রণীত যেকোন নিয়মের অধীনে, সময়ে সময়ে, এক বা একাধিক উপদেষ্টা কমিটি নিযুক্ত করিতে পারেন। উপদেষ্টা কমিটির নিয়োগ।

ভাগ III

নিগমের কৃত্য ও ক্ষমতা

সাধারণ

১১। (১) কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা দামোদর উপত্যকার সীমা বিনির্দিষ্ট করিবেন। দামোদর উপত্যকার সীমা ও ক্রিয়াক্ষেত্র।

(২) নিগম দামোদর উপত্যকার অভ্যন্তরে নিগমের সকল বা যেকোন কৃত্য সম্পাদন করিবেন এবং তদীয় সকল বা যেক্োন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকারসমূহের সহিত পরামর্শের পর, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশ দিতে পারেন যে নিগম ঐ প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেরূপ অন্যক্ষেত্রে সেরূপ কৃত্য সম্পাদন করিবেন ও সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন, এবং ঐরূপে বিনির্দিষ্ট ক্ষেত্র নিগমের "ক্রিয়া-ক্ষেত্র" বলিয়া অভিহিত হইবে।

১২। নিগমের কৃত্যসমূহ হইবে— নিগমের কৃত্যসমূহ

(ক) সেচ, জল-সরবরাহ ও নিষ্কাশন সংক্রান্ত পরিকল্প-সমূহের উন্নতিবিধান ও পরিচালন,

(খ) জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ, উভয় প্রকার বৈদ্যুতিক উর্জার উৎপাদন, প্রেরণ ও বণ্টন সংক্রান্ত পরিকল্প-সমূহের উন্নতিবিধান ও পরিচালন,

(গ) দামোদর নদী ও উহার উপনদীসমূহের ও সংশ্লিষ্ট পরিকল্প সম্পর্কে নিগম কর্তৃক খনিত কোন প্রণালী থাকিলে তৎসমূহে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত এবং হুগলী নদীতে বহতা অবস্থার উৎকর্ষসাধন সংক্রান্ত পরি-কল্পসমূহের উন্নতিবিধান ও পরিচালন,

(ঘ) দামোদর নদী ও উহার উপনদীসমূহের এবং কোন প্রণালী থাকিলে তৎসমূহে নৌবাহনের উন্নতিবিধান ও নিয়ন্ত্রণ,

(ঙ) দামোদর উপত্যকায় বনীকরণের উন্নতিবিধান ও মৃত্তিকাক্ষয়ের নিয়ন্ত্রণ, এবং

(চ) দামোদর উপত্যকায় ও উহার ক্রিয়া-ক্ষেত্রে জন-স্বাস্থ্যের এবং কৃষি, শিল্প ও অর্থনীতি সংক্রান্ত কল্যাণের ও সাধারণ কল্যাণের উন্নতিবিধান।

সেচ ও জল-সরবরাহ

১৩। নিগম, সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারের অনুমোদন সহ, যে অনুমোদন অযৌক্তিকভাবে আটকাইয়া রাখা যাইবে না, খাল ও শাখাসমূহ নির্মাণ করিবেন এবং তৎসমূহের রক্ষণ ও পরি-চালন করিবেনঃ সেচ ও জল-সরবরাহের ব্যবস্থা।

তবে, রাজ্যসরকার নোটিস প্রদানান্তে ও ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে ঐরূপ কোন খাল বা শাখার রক্ষণ ও পরি-চালন গ্রহণ করিতে পারেন।

সেচের উদ্দেশ্যে জল-সরবরাহের দরসমূহ।

১৪। (১) নিগম, সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারের সহিত পরামর্শের পর, ঐ সরকারকে সেচের উদ্দেশ্যে জলের বৃহৎ সরবরাহের জন্য দরসমূহ নির্ধারণ ও উদ্‌গ্রহণ করিতে পারেন, এবং এরূপ উদ্দেশ্যের জন্য জলের যে ন্যূনতম পরিমাণ প্রাপ্তিসাধ্য করা হইবে তাহা স্থিরীকৃত করিতে পারেন।

(২) রাজ্যসরকার যে দরসমূহে কৃষক ও অন্য ভোগকারিগণকে ঐ জলের সরবরাহ করিবেন সেই দরসমূহ ঐ সরকার কর্তৃক নিগমের সহিত পরামর্শের পর স্থিরীকৃত হইবে।

শিল্প সংক্রান্ত ও গার্হস্থ্য প্রয়োজনে জল-সরবরাহের দরসমূহ।

১৫। নিগম শিল্প সংক্রান্ত ও গার্হস্থ্য প্রয়োজনে জলের বৃহৎ সরবরাহ ও খুচরা বণ্টনের দরসমূহ নির্ধারণ ও উদ্‌গ্রহণ করিতে পারেন এবং ঐরূপে দরসমূহ আদায়ের প্রণালী বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন।

যাঁহাদের জল-সরবরাহ বন্ধ বা হ্রাস করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে জল-সরবরাহ।

১৬। যদি নিগম, তদীয় পরিকল্পসমূহ পরিচালন করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি সংক্রান্ত, শিল্প সংক্রান্ত বা গার্হস্থ্য প্রয়োজনের জন্য কোন ব্যক্তিকে জলের সরবরাহ বন্ধ বা হ্রাস করিয়া দেন, যে সরবরাহ ঐ ব্যক্তি, ঐরূপ বন্ধ বা হ্রাসের পূর্বে দীর্ঘ ভোগাধিকার সূত্রে ভোগ করিতেছিলেন, তাহা হইলে, নিগম পূর্বানুরূপ একই শর্তসমূহে জলের ঐরূপ সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন।

নিগমের অনুমোদন ব্যতীত বাঁধ ইত্যাদির নির্মাণ প্রতিষিদ্ধ।

১৭। অন্যথা যেরূপ বিহিত আছে তদ্ব্যতিরেক কোন ব্যক্তি জল নিষ্কর্ষণের জন্য নিগমের সম্মতি ব্যতীত দামোদর উপত্যকায় কোন বাঁধ বা অন্য কর্ম বা কোন যন্ত্র-স্থাপন নির্মাণ, পরিচালন বা রক্ষণ করিবেন না।

বৈদ্যুতিক উর্জার সরবরাহ ও উৎপাদন

বৈদ্যুতিক উর্জার সরবরাহ ও উৎপাদন।

১৮। ভারতীয় বিদ্যুৎ আইন, ১৯১০-এ বা তদধীনে মঞ্জুরীকৃত কোন অনুজ্ঞাপত্রে যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে তৎসত্ত্বেও— ১৯১০-এর ৯।

(i) কোন ব্যক্তি নিগমের অনুমতি ব্যতীত—

(ক) কোন ভোগকারীকে দামোদর উপত্যকায় বৈদ্যুতিক উর্জা বিক্রয় করিবেন না যেক্ষেত্রে ঐ ভোগকারী কর্তৃক ৩০,০০০ ভোল্টের চাপে বা ততোধিক চাপে ঐ উর্জা গৃহীত হয়;

(খ) দামোদর উপত্যকায় ৩০,০০০ ভোল্টের চাপে বা ততোধিক চাপে বৈদ্যুতিক উর্জা প্রেরণ করিবেন না;

(গ) ২২ ডিগ্রি ১৪ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড অক্ষাংশ ও ৮৭ ডিগ্রি ৫১ মিনিট ৪২ সেকেন্ড দ্রাঘিমার ছেদবিন্দুর মধ্য দিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে অঙ্কিত একটি সরলরেখার উত্তরে অবস্থিত দামোদর উপত্যকার কোন অংশে, বর্ধমান পৌর ক্ষেত্রের যে অংশ ঐরূপ সরলরেখার উত্তরে অবস্থিত তাহা বাদে, সর্বসাকুল্যে ১০,০০০ কিলোওয়াটের অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন স্থাপিত যন্ত্রে বৈদ্যুতিক উর্জা উৎপাদন করিবেন না:

তবে, এরূপ কোন ব্যক্তি যিনি এই আইনের প্রারম্ভে সর্বসাকুল্যে ১০,০০০ কিলোওয়াটের অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন স্থাপিত যন্ত্রে বৈদ্যুতিক উর্জা উৎপাদন করিতেছিলেন তৎপ্রতি (গ) উপ-প্রকরণের কোন কিছুই ততদিন প্রযুক্ত হইবে না যতদিন না ঐরূপ স্থাপিত যন্ত্রের ক্ষমতা বর্ধিত হয়:

পরন্তু, সর্বসাকুল্যে ৮০,০০০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সিন্দ্রিস্থিত কৃষি সার কারখানার বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের ঐরূপ স্থাপিত যন্ত্রের প্রতি (গ) উপ-প্রকরণের কোন কিছুই ততদিন প্রযুক্ত হইবে না যতদিন না স্থাপিত যন্ত্রের ক্ষমতা ৮০,০০০ কিলোওয়াটের অধিক বর্ধিত হয়।

(ii) নিগম দামোদর উপত্যকায় যেকোন ভোগকারীকে বৈদ্যুতিক উর্জা বিক্রয় করিতে পারেন কিন্তু সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারের অনুমতি ব্যতীত ঐরূপ কোন বিক্রয় এরূপ ভোগকারীকে করা যাইবে না যিনি ৩০,০০০ ভোল্টের কম চাপে সরবরাহ চাহেন।

(iii) নিগম সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারের অনুমতি সহ দামোদর উপত্যকার বাহিরে যেকোন ক্ষেত্রে নিগমের প্রেরণ-ব্যবস্থা প্রসারিত করিতে পারেন এবং ঐরূপ ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক উর্জা বিক্রয় করিতে পারেন।

১৯১০ এর ৯।

বিদ্যমান অনুজ্ঞাপত্রসমূহের উপর প্রভাব।

১৯। (১) যেক্ষেত্রে ভারতীয় বিদ্যুৎ আইন, ১৯১০ অনুযায়ী মঞ্জুরীকৃত কোন অনুজ্ঞাপত্র ১৮ ধারার বিধানসমূহের বলে সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ অকার্যকর হইয়া যায় সেক্ষেত্রে ঐ অনুজ্ঞাপত্র প্রতিসংহৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে অথবা উহা এরূপে সংপরিবর্তিত হইবে যাহাতে উহা ঐ বিধানসমূহের সহিত সমঞ্জস হয়।

(২) যেক্ষেত্রে (১) উপধারা অনুযায়ী কোন অনুজ্ঞাপত্র প্রতিসংহৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হয় সেক্ষেত্রে নিগম ঐ অনুজ্ঞাপত্র-ধারীর উদ্যোগ ক্রয় করিবেন এবং যেক্ষেত্রে ঐ উপধারা অনুযায়ী কোন অনুজ্ঞাপত্র সংপরিবর্তিত হয় সেক্ষেত্রে নিগম অনুজ্ঞাপত্র-ধারীর ইচ্ছানুসারে হয় ঐ উদ্যোগ ক্রয় করিবেন অথবা ঐ অনুজ্ঞাপত্র-ধারীকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

(৩) (২) উপধারা অনুযায়ী নিগম কর্তৃক প্রদেয় ক্রয়-মূল্য বা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিগম ও অনুজ্ঞাপত্র-ধারীর মধ্যে তৎসম্পর্কে যেরূপ মতৈক্য হইতে পারে সেরূপ হইবে অথবা মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সালিশী দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইতে পারে, সেরূপ হইবে।

বৈদ্যুতিক উর্জার সরবরাহের জন্য মূল্য-সমূহ।

২০। নিগম বৈদ্যুতিক উর্জা সরবরাহের জন্য, বৃহৎ সরবরাহ ও খুচরা বণ্টনের জন্য দরসমূহ সমেত, মূল্যসমূহের তফসিল স্থিরীকৃত করিবেন এবং ঐ মূল্যসমূহ আদায়ের প্রণালী বিনির্দিষ্ট করিবেনঃ

তবে, নিগম বৈদ্যুতিক উর্জার বৃহৎ সরবরাহের জন্য কোন সংবিদায় খুচরা দরের একটি তফসিল সমেত এরূপ শর্ত ও কড়ার আরোপ করিতে পারেন যেরূপ নিগম বৈদ্যুতিক উর্জা ব্যবহারে উৎসাহ দিবার জন্য আবশ্যক ও ঈপ্সিত বলিয়া গণ্য করেন।

অন্য ক্রিয়াকলাপ

নিগমের অন্য ক্রিয়া-কলাপ।

২১। (১) নিগম পরীক্ষা ও গবেষণা চালনার্থ পরীক্ষাগারসমূহ, পরীক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রসমূহ এবং খামারসমূহ স্থাপন, রক্ষণ ও পরিচালন করিতে পারেন—

(ক) দামোদর উপত্যকার উন্নয়নের জন্য সর্বাপেক্ষা মিতব্যয়ী প্রণালীতে জল, বৈদ্যুতিক উর্জা ও অন্যান্য সম্পদ সদ্ব্যবহার করিবার জন্য,

(খ) হুগলী নদীর বহতা অবস্থার উপর নিগমের ক্রিয়াসমূহের ফল নির্ধারণ করিবার জন্য,

(গ) কলিকাতা বন্দরে নৌবাহন অবস্থার উৎকর্ষসাধন করিবার জন্য এবং

(ঘ) ১২ ধারা অনুযায়ী বিনির্দিষ্ট অন্য কোন কৃত্য সম্পাদন করিবার জন্য।

(২) নিগম তদীয় নিজস্ব পরিকল্পনা, নকশা-অঙ্কন, নির্মাণ ও পরিচালন অভিকরণসমূহ স্থাপন করিতে পারেন অথবা তজ্জন্য অংশগ্রহণকারী সরকারসমূহ, বা স্থানীয় প্রাধিকারিসমূহ, বা শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত অথবা স্থপতি, ইঞ্জিনিয়ার, বা ঠিকাদারের কারবার পরিচালনা করেন এরূপ কোন ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারেন।

ক্ষমতাসমূহ

নিগমের সাধারণ ক্ষমতাসমূহ।

২২। (১) নিগমের এরূপ কোন কিছু করিবার ক্ষমতা থাকিবে যাহা এই আইন অনুযায়ী তদীয় কৃত্যসমূহে সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে আবশ্যক বা সংগত হইতে পারে।

(২) পূর্ববর্তী বিধানের ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া ঐরূপ ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করিবে—

(i) এরূপ অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি যাহা নিগম আবশ্যক গণ্য করেন তাহা অর্জন করিবার ও দখলে রাখিবার এবং ঐরূপ সম্পত্তি পাট্টা দিবার, বিক্রয় করিবার বা অন্যথা অন্তরিত করিবার ক্ষমতা ;

(ii) যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে সেরূপ বাঁধ, ব্যারেজ, জলাধার, শক্তি উৎপাদনগৃহ, শক্তি উৎপাদন-নির্মিত, বিদ্যুৎ প্রেরণের তার ও উপকেন্দ্রসমূহ, নৌবাহন কর্মসমূহ, সেচ, নৌবাহী ও নিষ্কাষনী খালসমূহ এবং সেরূপ অন্য কর্ম ও নির্মিতিসমূহ নির্মাণ করিবার বা নির্মাণ করাইবার ক্ষমতা ;

(iii) নিগমের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন জলের দূষণ নিবারিত করিবার ক্ষমতা এবং ঐরূপ জলে এরূপ কোন নিঃস্রাব যাহা জল-সরবরাহ, সেচ, জনস্বাস্থ্য ও মৎস্যজীবনের পক্ষে ক্ষতিকর তাহার নির্গমন নিবারিত করিবার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ;

(iv) নিগমের জলাধারসমূহে বা জলপ্রণালীসমূহে মৎস্য মজুত করিবার এবং উহার নিয়ন্ত্রণাধীন জল হইতে মৎস্য অপসারণ প্রনিয়ন্ত্রিত বা প্রতিষিদ্ধ করিবার ক্ষমতা ;

(v) বাঁধসমূহের জন্য স্থানচ্যুত জনগণের পুনর্বাসনের, জলাধারসমূহের জন্য ভূমি অর্জনের ও জলবিভাজিকাসমূহের রক্ষণের ভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ;

(vi) নিগম কর্তৃক প্রাপ্তিসাধ্য-কৃত সুবিধাসমূহের উন্নততর ব্যবহারের জন্য সমবায় সমিতি ও অন্য সংগঠনসমূহের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিবার ক্ষমতা ;

(vii) ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা।

পথ ও উন্মুক্ত স্থানসমূহ বন্ধ করিবার ক্ষমতা।

২৩। (১) নিগম, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে বা সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিস দিয়া,—

(ক) কোন পথ বা উহার কোন অংশ ঘুরাইয়া দিতে বা ভিন্নমুখী করিতে অথবা উহার সার্বজনিক ব্যবহার থামাইয়া দিতে পারেন অথবা উহা স্থায়ীভাবে বন্ধ করিতে পারেন, অথবা

(খ) কোন উন্মুক্ত স্থানের বা উহার কোন অংশের সার্বজনিক ব্যবহার থামাইয়া দিতে বা কোন উন্মুক্ত স্থান বা উহার কোন অংশ স্থায়ীভাবে বন্ধ করিতে পারেন।

(২) যখনই নিগম কোন পথ বা উন্মুক্ত স্থানের সার্বজনিক ব্যবহার থামাইয়া দেন অথবা কোন পথ বা উন্মুক্ত স্থান স্থায়ীভাবে বন্ধ করেন, তখন নিগম এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত ক্ষতিপূরণ দিবেন—

(ক) যিনি একজন অনুজ্ঞাপত্রধারীরূপে ভিন্ন অন্যথা ঐরূপ পথ বা উন্মুক্ত স্থান বা উহার অংশ প্রবেশোপায়রূপে ব্যবহার করিতে অধিকারী ছিলেন, অথবা

(খ) যাঁহার স্থাবর সম্পত্তি ঐরূপ উন্মুক্ত স্থান বা অংশের নিমিত্ত বাতাস ও আলো পাইতেছিল,

এবং যিনি—

(i) (ক) প্রকরণের অধীন কোন ক্ষেত্রে ঐরূপ থামানো বা বন্ধকরণ হেতু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, এবং

(ii) (খ) প্রকরণের অধীন কোন ক্ষেত্রে নিগম ঐরূপ উন্মুক্ত স্থান বা অংশকে যে ব্যবহারে প্রযুক্ত করিয়াছেন সেই ব্যবহার হেতু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

(৩) (২) উপধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিতে, যে পথ বা উন্মুক্ত স্থান বা উহার অংশের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে তাহা যে সময়ে থামানো বা বন্ধ করা হয় সেই সময়ে বা উহার কাছাকাছি কোন সময়ে অন্য কোন পথ বা উন্মুক্ত স্থানের নির্মাণ, ব্যবস্থাকরণ বা উন্নতিবিধান হইতে ঐরূপ ব্যক্তির অনুকূলে যে হিত উদ্ভূত হয় তাহা নিগম বিবেচনায় লইতে পারেন।

(৪) যেক্ষেত্রে (১) উপধারা অনুযায়ী কোন পথ বা উন্মুক্ত স্থান বা উহার কোন অংশ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়, সেক্ষেত্রে নিগম উহার এরূপ অংশ বিক্রয় করিতে বা ছাড়িয়া দিতে পারেন যাহা নিগমের নিজ প্রয়োজনার্থ আবশ্যক না হয়।

অন্য কোন কোন আইন অনুযায়ী ক্ষমতাসমূহ।

২৪। (১) তফসিলের ভাগ ১-এর স্তম্ভ ১-এ বিনির্দিষ্ট আইনসমূহে যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে তৎসত্ত্বেও, নিগম ঐ ভাগ-এর স্তম্ভ ১-এর প্রত্যেক দফার বিপরীতে স্তম্ভ ২-এ ঐ আইনসমূহের যে বিধানসমূহ বিনির্দিষ্ট আছে তদনুযায়ী দামোদর উপত্যকায় কোন রাজ্যসরকারের সকল বা যেকোন কৃত্য সম্পাদন করিতে পারেন এবং সকল বা যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন।

(২) তফসিলের ভাগ ২-এর স্তম্ভ ১-এ বিনির্দিষ্ট আইনসমূহে যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে তৎসত্ত্বেও, নিগম কর্তৃক প্রাধিকৃত কোন আধিকারিক ঐ ভাগ ২-এর স্তম্ভ ১-এর প্রত্যেক দফার বিপরীতে স্তম্ভ ২-এ ঐ আইনসমূহের যে বিধানসমূহ বিনির্দিষ্ট আছে তদনুযায়ী দামোদর উপত্যকায় কোন খাল-আধিকারিকের বা, স্থলবিশেষে, সমাহর্তা বা বন-আধিকারিকের সকল বা যেকোন কৃত্য সম্পাদন করিতে পারেন এবং সকল বা যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন।

সহযোগিতা এবং নিমজ্জন-পরিহার

নিমজ্জন দ্বারা সৃষ্ট অসুবিধা যথাসম্ভব হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে অন্য প্রাধিকারিগণের সহিত সহযোগিতা।

২৫। পথ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থাসমূহের নিমজ্জন দ্বারা যে অসুবিধা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব তাহা যথাসম্ভব হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে, নিগম অংশগ্রহণকারী সরকারসমূহের সহিত, রেলপথ প্রাধিকারিগণের সহিত এবং স্থানীয় প্রাধিকারিগণ ও সংস্থাসমূহের সহিত সহযোগিতা করিবেন এবং ঐ পথ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থাসমূহের পুনর্বিন্যাসের খরচ অথবা ঐরূপ নিমজ্জনের ফলে জনগণের যে পুনর্বাসন আবশ্যক হইয়াছে তাহার খরচ বহন করিবেন।

নিগমকে কয়লাখনিসমূহের নিমজ্জন পরিহার করিতে হইবে।

২৬। কয়লা বা খনিজ-সঞ্চয়ের নিমজ্জন পরিহার করিবার জন্য নিগম সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করিবেন এবং কয়লাখনিসমূহে ভরাট করিবার উদ্দেশ্যে বালির সরবরাহ রক্ষা করা নিশ্চিত করিবার জন্য ও অন্যান্য উপায়ে কয়লাখনি-শিল্পের অসুবিধা যথাসম্ভব হ্রাস করিবার জন্য কয়লাখনি-শিল্পের সহিত ও অংশগ্রহণকারী সরকারসমূহ কর্তৃক স্থাপিত সংস্থাসমূহের সহিত সহযোগিতা করিবেন।

ভাগ IV
বিত্ত, হিসাব ও নিরীক্ষা

নিগম প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত ব্যয়সমূহ।

২৭। নিগমের স্থাপনের জন্য ও ঐ স্থাপন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিগমের স্থাপনের তারিখ পর্যন্ত নির্বাহিত সকল ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিগমকে সরবরাহকৃত মূলধনরূপে গণ্য হইবে এবং ঐরূপ মূলধন ৩০ হইতে ৩৬ ধারাসমূহের বিধানসমূহ অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী সরকারসমূহের মধ্যে সমাযোজিত হইবে।

নিগমে সম্পত্তি বর্তানো।

২৮। নিগম প্রতিষ্ঠার পূর্বে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পের উদ্দেশ্যে অর্জিত সকল সম্পত্তি ও নির্মিত সকল কর্ম নিগমে বর্তাইবে এবং এতৎপক্ষে প্রাপ্ত সকল আয় ও নির্বাহিত সকল ব্যয় নিগমের বহিসমূহে ভুক্ত করিতে হইবে।

নিগমের নিধি।

২৯। (১) নিগমের নিজস্ব নিধি থাকিবে ও নিগমের সকল প্রাপ্তি উহাতে জমা করিতে হইবে এবং উহা হইতে নিগমের সকল দেয় অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অন্যথা যেরূপ নির্দেশিত হয় তদ্ব্যতিরেকে ঐ নিধির সকল অর্থ ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকে বা ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের এজেন্টগণের নিকট আমানত করিতে হইবে অথবা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যেরূপ অনুমোদিত হইতে পারে সেরূপ প্রতিভূতিসমূহে বিনিয়োগ করিতে হইবে।

অংশগ্রহণকারী সরকার সমূহের নিগমকে মূলধন সরবরাহ করিবার দায়িতা।

৩০। অংশগ্রহণকারী সরকারসমূহ, যে প্রকল্পের ভার নিগম কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে তাহার সমাপ্তির জন্য, নিগমের আবশ্যকীয় সমুদয় মূলধন, অতঃপর এই আইনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট আছে, সেইরূপে সরবরাহ করিবেন।

অংশগ্রহণকারী সরকার কর্তৃক বিনির্দিষ্ট তারিখসমূহে অর্থপ্রদান।

৩১। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী সরকার নিগম কর্তৃক বিনির্দিষ্ট তারিখসমূহে মূলধনের স্বীয় অংশ সরবরাহ করিবেন এবং যদি কোন সরকার ঐরূপ তারিখসমূহে ঐরূপ অংশ সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে, নিগম ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারের খরচে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারেন।

সেচ, বিদ্যুৎশক্তি ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয়।

৩২। সেচ, বিদ্যুৎশক্তি ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন এই আইন অনুযায়ী প্রাধিকৃত অন্য উদ্দেশ্যসমূহে নিগম যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ অর্থসমূহ ব্যয় করিবার ক্ষমতা নিগমের থাকিবে এবং ঐরূপ অর্থসমূহ ৩৩ ধারা অনুযায়ী আবণ্টনের পূর্বে নিগমের নিধি হইতে প্রদেয় সাধারণ ব্যয়রূপে গণ্য হইবে।

প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যে প্রকল্পে প্রভার্য ব্যয়ের আবণ্টন।

৩৩। কোন প্রকল্পে প্রভার্য মোট মূলধনী ব্যয় তিনটি প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য যথা, সেচ, বিদ্যুৎশক্তি ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ এতদ্সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপে আবণ্টিত হইবে, যথা—

(১) ঐ উদ্দেশ্যসমূহের যেকোন একটি উদ্দেশ্যে এককভাবে আরোপণীয় ব্যয় যাহা উপরি ও সাধারণ ব্যয়সমূহের আনুপাতিক অংশ অন্তর্ভুক্ত করে তাহা ঐ উদ্দেশ্যে প্রভারিত হইবে, এবং

(২) উক্ত উদ্দেশ্যসমূহের দুই বা ততোধিক উদ্দেশ্যে সাধারণ ব্যয়, যাহা উপরি ও সাধারাণ ব্যয়সমূহের আনুপাতিক অংশ অন্তর্ভুক্ত করিবে তাহা, ঐরূপ উদ্দেশ্যসমূহের প্রত্যেকটির উদ্দেশ্যে এরূপ ব্যয়ের অনুপাতে আবণ্টিত হইবে যাহা নিগমের প্রাক্কলন অনুসারে, এককভাবে ঐ উদ্দেশ্যের জন্য কোন পৃথক নির্মিতি নির্মাণ করিতে, ঐ উদ্দেশ্য সম্পর্কে (১) প্রকরণ অনুযায়ী নির্ধারিত কোন অর্থপরিমাণ বাদে, নির্বাহিত হইত।

৩৪। সেচে আবণ্টিত মূলধনের মোট পরিমাণ রাজ্যসরকার-সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপে বিভাজিত হইবে, যথা— সেচে আবণ্টিত মূলধন।

(১) সংশ্লিষ্ট সরকার তদীয় রাজ্যে একান্তভাবে সেচের জন্য নির্মিত কর্মসমূহের মূলধনী খরচের জন্য দায়ী থাকিবেন ;

(২) বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় রাজ্যের জন্য সেচ বাবত মূলধনী খরচের অবশিষ্টাংশ ঐ রাজ্যসরকারসমূহ কর্তৃক, কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে ঐ সরকারসমূহের বার্ষিক যে জলের গ্রহণ প্রত্যাভূত হইয়াছে তদনুপাতে, প্রদত্ত হইবেঃ

তবে, এই প্রকরণ অনুযায়ী বিভাজ্য মূলধনী খরচ, ঐ দুই সরকারের মধ্যে, তাঁহদের নিজ নিজ প্রত্যাভূত জলের গ্রহণ সম্পর্কে তাঁহাদের পূর্বঘোষিত অভিপ্রায় অনুসারে সাময়িক-ভাবে বিভাজিত হইবে এবং তদনুসারে প্রদত্ত কোন অর্থ প্রত্যা-ভূত জলের গ্রহণ নির্ধারিত হইবার পর সমাযোজিত হইবে।

৩৫। বিদ্যুৎশক্তিতে আবণ্টিত মূলধনের মোট পরিমাণ তিন অংশগ্রহণকারী সরকারের মধ্যে সমভাবে বিভাজিত হইবে। বিদ্যুৎশক্তিতে আবণ্টিত মূলধন।

৩৬। বন্যা-নিয়ন্ত্রণে আবণ্টিত মূলধনের মোট পরিমাণ, চৌদ্দ কোটি টাকা পর্যন্ত, কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে সমভাবে বিভাজিত হইবে এবং তদতিরিক্ত কোন অর্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িতা হইবে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণে আবণ্টিত মূলধন।

৩৭। (১) ৪০ ধারার (২) উপধারার বিধানসমূহের অধীনে, তিনটি প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য, যথা, সেচ, বিদ্যুৎশক্তি ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, এতদ্সমূহের প্রত্যেকটিতে আরোপণীয় কোন নীট লাভ হইয়া থাকিলে তাহা অংশগ্রহণকারী সরকারসমূহের অনুকূলে, ঐ উদ্দেশ্যে আরোপিত মোট মূলধনী খরচে ঐ সরকারসমূহের নিজ নিজ অংশের অনুপাতে, জমা করিতে হইবে। লাভ ও ঘাটতির বিনি-ব্যবস্থা।

(২) ঐ উদ্দেশ্যসমূহের যেকোনটি সম্পর্কে কোন নীট ঘাটতি হইয়া থাকিলে তাহা সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহকে, (১) উপধারায় বিনির্দিষ্ট অনুপাতে, পূরণ করিতে হইবেঃ

তবে, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নীট ঘাটতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সম্পূর্ণভাবে পূরণ করিতে হইবে এবং ঐরূপ ঘাটতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন অংশ থাকিবে না।

৩৮। নিগম, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী সরকার কর্তৃক সরবরাহ-কৃত মূলধনের পরিমাণের উপর, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে যেরূপ স্থিরীকৃত হইতে পারে সেরূপ হারে সুদ প্রদান করিবেন এবং ঐরূপ সুদ নিগমের ব্যয়ের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে। সুদ প্রদান।

৩৯। যদি নিগম, নিগমের প্রতিষ্ঠা হইতে অনধিক পনের বৎসর সময়সীমা পর্যন্ত ঘাটতিতে চলিতে থাকেন, তাহা হইলে, সুদ বাবত ব্যয় ও অন্য সকল ব্যয় মূলধনী খরচে সংযোজিত হইবে এবং সকল প্রাপ্তি ঐরূপ মূলধনী খরচের হ্রাসকরণে গৃহীত হইবে। সুদ বাবত ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় মূলধনী খরচে সংযোজিত হইবে ও প্রাপ্তি মূলধন খরচের হ্রাসকরণে গৃহীত হইবে।

৪০। (১) নিগম ভারতের মহানিরীক্ষক কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইতে পারে সেরূপ দরসমূহে ও সেরূপ শর্তসমূহে, অবচয়ের জন্য এবং সংচিতি ও অন্য নিধিসমূহের জন্য ব্যবস্থা করিবেন। অবচয়, সংচিতি ও অন্য নিধিসমূহের জন্য ব্যবস্থা।

(২) ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইবার পর ৩৭ ধারার উদ্দেশ্য-সমূহের জন্য নীট লাভ নির্ধারিত হইবে।

রাজ্যসরকার কর্তৃক-আরোপিত উন্নয়ন উদ্‌গ্রহণে নিগমের অংশ।

৪১। রাজ্যসরকার কর্তৃক আরোপিত কোন উন্নয়ন-উদ্‌গ্রহণের ক্ষেত্রে, উহার আনুপাতিক আগম, উহা যতদূর নিগমের ক্রিয়াসমূহে আরোপণীয় ততদূর, নিগমের অনুকূলে জমা করিতে হইবে।

আর্থিক ঋণ গ্রহণ।

৪২। নিগম কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সহ এই আইন অনুযায়ী নিগমের কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে খোলা বাজার হইতে বা অন্যথা আর্থিক ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন।

কেন্দ্রীয় কর প্রদান করিবার দায়িত্ব।

৪৩। (১) নিগম আয়ের উপর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উদ্‌গৃহীত কোন কর, কোন কোম্পানির ন্যায় একই প্রণালীতে ও একই পরিমাণে, প্রদান করিবার দায়িত্বাধীন থাকিবেন।

(২) রাজ্যসরকারসমূহ নিগম কর্তৃক প্রদত্ত ঐরূপ কোন করের প্রত্যর্পণ পাইবার অধিকারী হইবেন না।

বাজেট।

৪৪। (১) নিগম, বিত্তীয় উপদেষ্টার সহিত পরামর্শক্রমে, প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসে, যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ ফরমে, পরবর্তী বিত্ত বৎসরের জন্য ঐ বিত্ত বৎসরে যে প্রাপ্তি ও ব্যয় প্রাক্‌কলিত হইয়াছে তাহা এবং তিন অংশগ্রহণকারী সরকারের প্রত্যেকের নিকট হইতে যে পরিমাণ অর্থ আবশ্যক হইবে তাহা দর্শাইয়া একটি বাজেট প্রস্তুত করিবেন।

(২) বাজেটের মুদ্রিত প্রতিলিপিসমূহ প্রতি বৎসর ১৫ই নভেম্বর তারিখের মধ্যে তিন অংশগ্রহণকারী সরকারের প্রত্যেকের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য করিতে হইবে।

(৩) বাজেট প্রস্তুত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র উহা সংসদের ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য বিধানমন্ডলীসমূহের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন।

৪৫। (১) নিগম, প্রত্যেক বিত্ত বৎসর সমাপ্ত হইবার পর ছয় মাসের মধ্যে, যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ ফরমে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন, যে প্রতিবেদনে পূর্ববর্তী বিত্ত বৎসর ব্যাপী নিগমের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে একটি সত্য ও যথাযথ বিবরণ প্রদত্ত হইবে, বিশেষতঃ—

(i) সেচ সম্পর্কে;

(ii) জল-সরবরাহ সম্পর্কে;

(iii) বৈদ্যুতিক উর্জা সম্পর্কে;

(iv) বন্যা-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে;

(v) নৌবাহ সম্পর্কে;

(vi) বনীকরণ সম্পর্কে;

(vii) মৃত্তিকাক্ষয় সম্পর্কে;

(viii) ভূমির ব্যবহার সম্পর্কে;

(ix) স্থানচ্যুত জনগণের পুনর্বাসন সম্পর্কে;

(x) অনাময় ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে;

(xi) জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সম্পর্কে।

(২) ঐ বার্ষিক প্রতিবেদনে পূর্ববর্তী বিত্ত বৎসরে আয় ও ব্যয়ের, তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যের প্রতিটিতে আরোপণীয় নীট অর্থের পরিমাণের এবং তিন অংশগ্রহণকারী সরকারের মধ্যে মূলধনী খরচ বণ্টনের একটি সত্য ও যথাযথ বিবরণও প্রদত্ত হইবে এবং নিগমের প্রারম্ভ হইতে ক্রমবর্ধমান সমষ্টিসমূহ ও হালনাগাত বিত্তীয় ফলসমূহ দর্শিত হইবে।

(৩) বাজেট প্রাক্‌কলনের ভিত্তিতে তিন অংশগ্রহণকারী সরকারের প্রত্যেক সরকার কর্তৃক সাময়িকভাবে প্রদত্ত অর্থসমূহ, ঐ বার্ষিক প্রতিবেদনে কৃত আবণ্টন অনুসারে যথাসম্ভব শীঘ্র সমাযোজিত হইবে।

(৪) বার্ষিক প্রতিবেদনের মুদ্রিত প্রতিলিপিসমূহ প্রতি বৎসর ১৫ই অক্টোবর তারিখের মধ্যে তিন অংশগ্রহণকারী সরকারের প্রত্যেকের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য করিতে হইবে।

(৫) বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদের ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য বিধানমন্ডলীসমূহের সমক্ষে স্থাপিত করিতে হইবে।

৪৬। (১) নিগম, যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ অন্যান্য বার্ষিক বিত্তীয় বিবৃতিও, সেরূপ ফরমে ও সেরূপ তারিখসমূহের মধ্যে প্রস্তুত করিবেন। অন্যান্য বার্ষিক বিত্তীয় বিবৃতি।

(২) ঐরূপ প্রত্যেক বার্ষিক বিত্তীয় বিবৃতির মুদ্রিত প্রতিলিপিসমূহ যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ তারিখের মধ্যে তিন অংশগ্রহণকারী সরকারের প্রত্যেকের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য করিতে হইবে।

৪৭। নিগমের হিসাব ভারতের মহানিরীক্ষকের সহিত পরামর্শক্রমে যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ প্রণালীতে রক্ষিত ও নিরীক্ষিত হইবে। হিসাব ও নিরীক্ষা।

ভাগ V

বিবিধ

৪৮। (১) নিগম তদীয় কৃত্যসমূহ সম্পাদনে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নীতিগত প্রশ্নে নিগমকে যেরূপ অনুদেশসমূহ প্রদত্ত হইতে পারে, তদ্দ্বারা চালিত হইবেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্দেশ।

(২) যদি কেন্দ্রীয় সরকার ও নিগমের মধ্যে কোন প্রশ্ন নীতিগত প্রশ্ন কিনা তৎসম্পর্কে কোন বিবাদ উত্থিত হয়, তাহা হইলে, কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৪৯। (১) এই আইনে অন্যথা অভিব্যক্তরূপে যেরূপ বিহিত আছে তদব্যতিরেকে নিগম ও কোন অংশগ্রহণকারী সরকারের মধ্যে এই আইনের অন্তর্ভুক্ত বা তৎসংক্রান্ত বা ইহা হইতে উদ্ভূত কোন বিষয় সম্পর্কে বিবাদ এরূপ একজন সালিশের নিকট প্রেরিত হইবে যিনি ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। নিগম ও সরকার সমূহের মধ্যে বিবাদ।

(২) ঐ সালিশের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে ও সাক্ষীগণের উপর বাধ্যকর হইবে।

৫০। এই আইন অনুযায়ী নিগমের কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিবার জন্য নিগমের যে ভূমি আবশ্যক হয় তাহা সার্বজনিক উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐরূপ ভূমি নিগমের জন্য এরূপ অর্জিত হইবে যেন ভূমি অর্জন আইন, ১৮৯৪-এর ভাগ VII-এর বিধানসমূহ তৎপ্রতি প্রযোজ্য ছিল এবং নিগম উক্ত আইনের ৩ ধারার (ঙ) প্রকরণের অর্থের মধ্যে একটি কোম্পানি ছিলেন। নিগমের জন্য ভূমির বাধ্যতামূলক অর্জন।

৫১। (১) কেন্দ্রীয় সরকার নিগম হইতে এরূপ কোন সদস্যকে অপসারিত করিতে পারেন, যিনি ঐ সরকারের অভিমতে— কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ।

(ক) কার্য করিতে অস্বীকার করেন,

(খ) কার্য করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন,

(গ) সদস্যরূপে তাঁহার পদের এরূপ অপব্যবহার করিয়াছেন যাহাতে তাঁহার নিগমে থাকিয়া যাওয়া জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়, অথবা

(ঘ) সদস্যরূপে থাকার পক্ষে অন্যথা অনুপযুক্ত হন।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার কোন সদস্যকে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অনুসন্ধান সাপেক্ষে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারেন।

(৩) এই ধারা অনুযায়ী অপসারণের কোন আদেশ প্রদত্ত হইবে না, যদি না সংশ্লিষ্ট সদস্যকে তাঁহার কৈফিয়ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে এবং যেক্ষেত্রে ঐরূপ আদেশ প্রদত্ত হয়, সেক্ষেত্রে অপসারিত সদস্যের আসন শূন্য বলিয়া ঘোষিত হইবে এবং ঐ পদশূন্যতা পূর্ণ করিবার জন্য ৪ ধারা অনুযায়ী অন্য কোন সদস্য নিযুক্ত হইতে পারেন।

(৪) এরূপ কোন সদস্য যিনি অপসারিত হইয়াছেন তিনি নিগমের সদস্যরূপে বা অন্য কোন পদাধিকারে পুনর্নিয়োগের যোগ্য হইবেন না।

(৫) কেন্দ্রীয় সরকার এরূপ কোন সংব্যবহার যৎসম্পর্কে কোন সদস্য (১) উপধারা অনুযায়ী অপসারিত হইয়াছেন, তাহা বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন।

(৬) যদি নিগম তদীয় কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিতে বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই আইন অনুযায়ী প্রদত্ত নির্দেশসমূহ অনুসারে চলিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে নিগমের সভাপতি ও সদস্যগণকে অপসারিত করিবার ও তৎস্থলে একজন সভাপতি ও সদস্যগণ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের থাকিবে।

নিগমের বনসমূহ সম্পর্কে ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭-এর কোন কোন বিধানের প্রয়োগ।

৫২। ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭-এর ২৬ ধারা অনুযায়ী কোন সংরক্ষিত বন সম্পর্কে প্রতিষিদ্ধ সকল কার্য নিগমের মালিকানাধীন অথবা তদীয় অবেক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণের অধীন কোন বন সম্পর্কে প্রতিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐরূপ বন সম্পর্কে কৃত সকল অপরাধ উক্ত আইন অনুযায়ী এরূপে দণ্ডনীয় হইবে যেন ঐ অপরাধসমূহ কোন সংরক্ষিত বন সম্পর্কে কৃত হইয়াছিল। (১৯২৭-এর ১৬।)

দণ্ড।

৫৩। যেকেহ এই আইনের ১৭ ও ১৮ ধারার বিধানসমূহ বা তদনুযায়ী প্রণীত কোন নিয়ম লঙ্ঘন করেন তিনি ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবেন।

অভিশংসনের জন্য প্রক্রিয়া।

৫৪। নিগম কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রাধিকৃত তদীয় কোন আধিকারিকের অভিযোগ ব্যতীত, কোন আদালত, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

প্রবেশের ক্ষমতা।

৫৫। নিগম কর্তৃক সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে প্রাধিকৃত তদীয় কোন আধিকারিক বা কর্মচারী সকল যুক্তিসঙ্গত সময়ে কোন ভূমিতে বা পরিসরে প্রবেশ করিতে পারেন এবং তথায় এরূপ কার্যসমূহ করিতে পারেন যাহা নিগমের কোন কর্ম বিধিসম্মতভাবে সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা এই আইন অনুযায়ী নিগম কর্তৃক ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগের বা কৃত্যসমূহ সম্পাদনের প্রারম্ভিকরূপে বা আনুষঙ্গিকরূপে কোন জরীপ, পরীক্ষা বা তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে, যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয় হইতে পারে।

নিগমের সদস্য, আধিকারিক ও কর্মচারিগণ সরকারী কর্মচারী হইবেন।

৫৬। নিগমের সকল সদস্য, আধিকারিক ও কর্মচারী, কেন্দ্রীয় সরকার বা নিগম, যদ্দ্বারাই নিযুক্ত হউন না কেন, যখন এই আইনের কোন বিধান অনুসারে কার্য করেন বা কার্য করিতেছেন বলিয়া অভিপ্রেত করেন তখন, ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২১ ধারার অর্থের মধ্যে সরকারী কর্মচারীরূপে গণ্য হইবেন। (১৮৬০-এর ৪৫।)

এই আইন অনুযায়ী কৃত কার্যের রক্ষণ।

৫৭। (১) নিগমের নিয়োজনাধীন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, এই আইন অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কৃত বা করা হইয়াছে বলিয়া অভিপ্রেত কোন কার্যের জন্য, কোন মোকদ্দমা, অভিশংসন বা বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

(২) এই আইন অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কৃত বা করা হইয়াছে বলিয়া অভিপ্রেত কোন কার্যের ফলে যে ক্ষতি সংঘটিত হয় বা যে ক্ষতি সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা থাকে সেই ক্ষতির জন্য নিগমের বিরুদ্ধে, এই আইনে অন্যথা যেরূপ বিহিত আছে তদ্ব্যতিরেকে, কোন মোকদ্দমা বা অন্য কোন বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

৫৮। এই আইন ভিন্ন অন্য কোন আইনে বা এই আইন ভিন্ন অন্য কোন আইনবলে কার্যকরী কোন সংলেখে যাহা কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে তৎসত্ত্বেও, এই আইনের বা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়মের বিধানসমূহের কার্যকারিতা থাকিবে। অন্য বিধিসমূহের প্রভাব।

৫৯। কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয়ের জন্য ব্যবস্থা করণার্থ নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন, যথাঃ— নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

(১) সদস্যগণের, সচিবের ও বিত্তীয় উপদেষ্টার বেতন ও ভাতা এবং চাকরির শর্তসমূহ ;

(২) বিত্তীয় উপদেষ্টার কৃত্য ও কর্তব্য ;

(৩) বাঁধ বা অন্য কর্ম বা যন্ত্রস্থাপন যাহা নিগমের অনুমোদন ব্যতিরেকে নির্মিত হইতে পারে ;

(৪) বাজেট, বার্ষিক প্রতিবেদন ও বার্ষিক বিত্তীয় বিবৃতিসমূহের ফরমসমূহ, এবং যে তারিখসমূহের মধ্যে বার্ষিক বিত্তীয় বিবৃতিসমূহের প্রতিলিপি অংশগ্রহণকারী সরকারসমূহের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য করিতে হইবে সেই তারিখসমূহ ;

(৫) যে প্রণালীতে নিগমের হিসাব রক্ষিত ও নিরীক্ষিত হইবে সেই প্রণালী ;

(৬) উপদেষ্টা কমিটির নিয়োগ ; এবং

(৭) এই আইন অনুযায়ী প্রণীত কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য শাস্তি।

৬০। (১) নিগম, এই আইন অনুযায়ী তদীয় কৃত্যসমূহ সম্পাদন করণার্থ, কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব মঞ্জুরি সহ, ভারতের গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রনিয়মসমূহ প্রণয়ন করিতে পারেন। প্রনিয়ম প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, নিগম ঐরূপ প্রনিয়মে ব্যবস্থা করিতে পারেন—

(ক) নিগমের আধিকারিক ও কর্মচারিগণের নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য ;

(খ) নিগমের আধিকারিক ও কর্মচারিগণের চাকরির অন্য শর্তসমূহ বিনির্দিষ্ট করিবার জন্য ;

(গ) যে প্রণালীতে জলের দরসমূহ ও বৈদ্যুতিক উর্জার মূল্যসমূহ আদায় করিতে হইবে তাহা বিনির্দিষ্ট করিবার জন্য ;

(ঘ) নিগমের নিয়ন্ত্রণাধীণ জলের দূষণ নিবারণ করিবার জন্য ;

(ঙ) নিগমের নিয়ন্ত্রণাধীন জল হইতে মৎস্য অপসারণ প্রনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ;

(চ) নিগমের কার্যবাহসমূহ ও কারবার প্রনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ;

(ছ) কোন প্রনিয়ম ভঙ্গের জন্য শাস্তি বিহিত করিবার জন্য।

(৩) (১) ও (২) উপধারা অনুযায়ী প্রণীত সকল প্রনিয়ম রাজ্যসরকারসমূহের সরকারী গেজেটেও যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশিত করিতে হইবে।

তফসিল

(২৪ ধারা দ্রষ্টব্য)

ভাগ I

আইনসমূহ	(১) স্তম্ভে বিনির্দিষ্ট আইনসমূহের বিধানসমূহ
(১)	(২)
১। খাল আইন, ১৮৬৪ (১৮৬৪-র বঙ্গীয় ৫ আইন)।	৬ ধারা (রাজ্যসরকারের উপশুল্কসমূহের হার স্থিরীকৃত ও পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতা)।
	৮ ধারা (রাজ্যসরকারের উপশুল্ক সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যক্তিগণকে নিয়োগ করিবার ক্ষমতা, যে ব্যক্তিগণ সংগ্রহ ইজারা দিতে পারেন)।
২। ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭ (১৯২৭-এর ১৬)।	৩৫ ধারা (বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বনসমূহের রক্ষণ)।
	৩৬ ধারা (বনসমূহের পরিচালনভার গ্রহণের ক্ষমতা)।

ভাগ II

আইনসমূহ	(১) স্তম্ভে বিনির্দিষ্ট আইনসমূহের বিধানসমূহ
(১)	(২)
১। বঙ্গীয় সেচ আইন, ১৮৭৬ (১৮৭৬-এর বঙ্গীয় ৩ আইন)।	ভাগ III (খালসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা)।
	ভাগ IV-এর ৪১ ধারা (খাল আধিকারিকের বাধা সৃজনকারী ব্যক্তিকে নোটিস প্রদান করিবার ক্ষমতা)।
	ভাগ V-এর ৪২ ধারা (খাল আধিকারিকের বাধাসমূহ অপসারিত করাইবার ক্ষমতা)।
২। বঙ্গীয় বাঁধ আইন, ১৮৮২ (১৮৮২-এর বঙ্গীয় ২ আইন)।	ভাগ II (সমাহর্তার ক্ষমতাসমূহ ও তৎসম্পর্কিত প্রক্রিয়া)।
	ভাগ III (জীবন বা সম্পত্তির আসন্ন বিপদের ক্ষেত্রে সমাহর্তার ক্ষমতা)।
৩। ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭ (১৯২৭-এর ১৬)।	৩৬ ধারা (বনসমূহের পরিচালনভার গ্রহণের ক্ষমতা)।